জাতীয় রপ্তানি ট্রফি
২০১৮-২০১৯
প্রদান অনুষ্ঠান

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৮-২০১৯

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার
২২ নভেম্বর, ২০২২ । ০৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টা	:	**জনাব এ. এইচ. এম. আহসান,** ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
উপদেষ্টা	:	**জনাব মাহবুবুর রহমান,** মহাপরিচালক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
সম্পাদক	:	**জনাব মাহমুদুল হাসান,** পরিচালক, তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
সদস্য	:	**জনাব মোঃ শাহজালাল, পরিচালক,** পণ্য বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
		জনাব আবু মোখলেছ আলমগীর হোসেন, পরিচালক, মেলা ও প্রদর্শণী বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
		বেগম মুনিরা শারমিন, সহকারী পরিচালক, নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
সদস্য-সচিব	:	**জনাব একেএম ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ,** তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রকাশকাল
নভেম্বর, ২০২২খ্রি.

মুদ্রণঃ
টার্টল, ১৪৭/এফ, গ্রিন রোড, ঢাকা-১২১৫

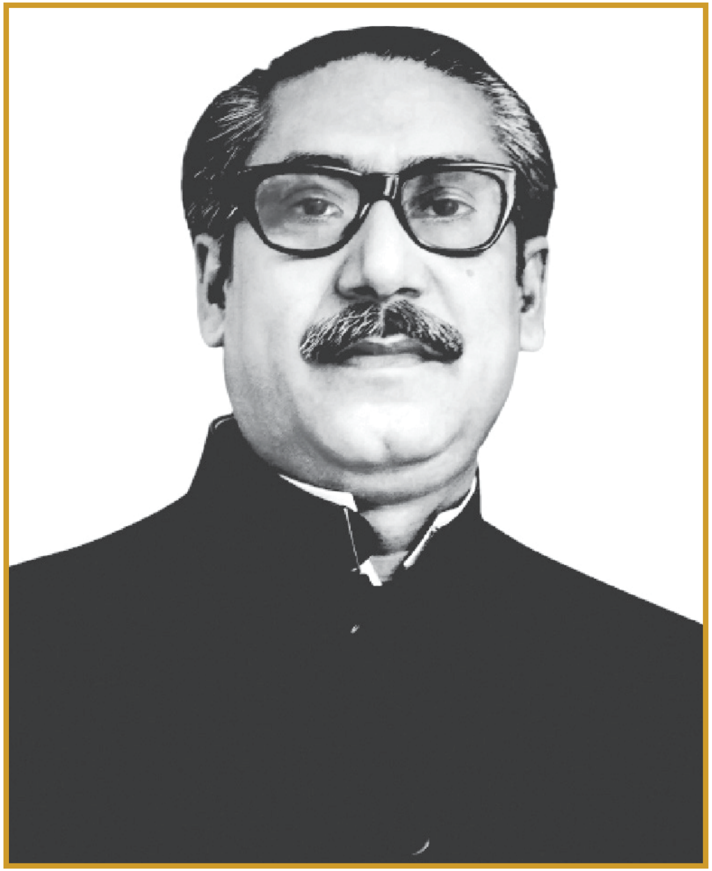

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তারিখঃ ০৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২২ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

দেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে বিশ্ব দরবারে একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া, ২১০০ সালের জন্য ডেল্টা প্ল্যানও প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রত্যাশা অনুযায়ী আমরা স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নীত হয়েছি। সেক্ষেত্রে এলডিসি হিসেবে ২০২৬ সালের পর প্রাপ্ত শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা হ্রাস পাবে। তবে, আমরা জানি সুযোগ কখনো শেষ হয়ে যায় না। প্রয়োজন শুধু তা খুজেঁ বের করে সবাই মিলে একত্রিত হয়ে যার যার দায়িত্ব অনুযায়ী সমন্বিতভাবে কাজ করে যাওয়ার।

করোনা মহামারীর শুরুতে যখন উন্নত বিশ্বের অনেক দেশই বিপর্যস্ত তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ, আর্থিক প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা প্রদানের কারণে করোনা মহামারীর চ্যালেঞ্জ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি। সরকার রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান, ক্ষুদ্র (কুটির শিল্প সহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান, রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকাশিল্পের দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসহ মোট ২৮টি প্যাকেজের আওতায় অতি স্বল্প সুদে ২.৩৭ ট্রিলিয়ন টাকার ঋণ বরাদ্দ প্রদান করেছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছেরর মোট জিডিপি-এর ৫.৯৮ শতাংশ।

রপ্তানি প্রবৃদ্ধি যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য নগদ সহায়তাসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ওয়্যারহাউস সুবিধায় বিনাশুল্কে কাঁচামাল আমদানির সুবিধা; ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার সুবিধা; হ্রাসকৃত শুল্কে মেশিনারিজ আমদানি এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের অনুকূলে Export Development Fund (EDF) হতে অতি অল্প সুদে কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। যার ফলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে পণ্য খাতে রপ্তানি আয় হয়েছে ৫২.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের চেয়ে ৩৪.৩৮% বেশি।

রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা জানানোর উদ্দেশ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডে গতি আনয়নের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকগণের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আমি রপ্তানি বাণিজ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে দেশের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফির জন্য মনোনীতদের অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৮-১৯ বিতরণ অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

টিপু মুনশি, এমপি

সভাপতি
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

তারিখঃ ০৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২২ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র যৌথ উদ্যোগে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠান এর আয়োজন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপক সকল প্রতিষ্ঠান এর প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধিকে উৎসাহিতকরণে জাতীয় পর্যায়ে রপ্তানি ট্রফি প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন। এ আয়োজনের মাধ্যমে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যুগোপযোগি প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টি হয়, যা ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে রপ্তানি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রপ্তানি বাণিজ্য তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার এ স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে দেশের রপ্তানি খাতই উপকৃত হবে না, তাদের এ অবদানের মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ অর্থনীতিতে গতিশীলতার সৃষ্টি হবে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হওয়ার এ যাত্রা বর্তমান সরকারের ব্যবসা বান্ধব নীতির কারণে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে এবং এ যাত্রায় আমাদের রপ্তানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান সরকার ব্যবসা বান্ধবনীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি-কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করে নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও বাজার সম্প্রসারণে পরিচালনা কার্যক্রম করছে। বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যের পরিস্থিতিতে আমাদের রপ্তানি খাত-কে ধরে রাখা বড় একটি চ্যালেঞ্জ। আমি আশাকরি আমাদের কৃতি রপ্তানিকারকবৃন্দ তাঁদের অভিজ্ঞতা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে রপ্তানি খাত-কে তথা দেশ-কে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

আমি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৮-২০১৯ বিতরণ অনুষ্ঠান-এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

তোফায়েল আহমেদ, এমপি

সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তারিখঃ ০৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২২ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সেরা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত করার লক্ষ্যে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৮-২০১৯ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিতকরণে এটি একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন। রপ্তানি আয় অর্জনে প্রবৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখতে যে সকল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের জাতীয় স্বীকৃতি প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব। জাতীয় পর্যায়ে তাঁদের এ স্বীকৃতি এক দিকে যেমন রপ্তানি বাণিজ্যকে আরও গতিশীল করবে, অপর দিকে অন্যান্য রপ্তানিকারকদের রপ্তানি বাণিজ্যে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে।

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০১৩ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট নির্ণায়ক ও সম্পূর্ণ স্বচ্ছ গাণিতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও বেসরকারি বাণিজ্যিক এসোসিয়েশনের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে ট্রফি প্রাপক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। নির্ধারিত ৩২টি পণ্য ও সেবা খাতের মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২৯টি খাতে ২৯টি স্বর্ণ, ২৪টি রৌপ্য ও ১৮টি ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রাপক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়া, পণ্য ও সেবাখাত নির্বিশেষে একটি প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ সেরা রপ্তানিকারক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সুদৃঢ় নীতি সহায়তা প্রদানের ফলে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এ অসামান্য অগ্রগতিতে রপ্তানি বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের জাতীয়ভাবে যে সম্মান ও স্বীকৃতি দেয়া হয় তা তাঁদেরকে অধিকতর উদ্যমী ও গতিশীল হতে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এর ফলে জাতীয় রপ্তানি আয়ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে যা দেশের বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, জাতীয় আয়ের ধারা অব্যাহত রেখে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য উন্নত ও সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

আমি সকল ট্রফি প্রাপক প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের এ অসামান্য সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সাথে যারা এ আয়োজন সফল করতে নিরলস কাজ করেছেন তাঁদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

তপন কান্তি ঘোষ

FBCCI
FEDERATION OF BANGLADESH CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY

সভাপতি
এফবিসিসিআই

বাণী

তারিখঃ ০৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২২ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৮-২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপক সকল প্রতিষ্ঠানের সফল রপ্তানিকারকবৃন্দ-কে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ ও দেশে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখতে বর্তমান সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপ ইতোমধ্যে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা এদেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ বিশ্ববাজারে নিজেদের উৎপাদিত মানসম্পন্ন পণ্য রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছেন। রপ্তানি বাড়াতে দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে এফবিসিসিআই সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মিত সভা সেমিনারসহ নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতা করে আসছে। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে বিশ্ব পরিমন্ডলে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। LDC Graduation-কে সামনে রেখে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও রপ্তানি খাতের বিকাশে বিভিন্ন প্রকার সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে যা করোনাজনিত সংকট ও রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে সৃষ্ট নতুন নতুন চ্যালেঞ্জসমূহকে সফলভাবে মোকাবিলা করতে সহায়ক হবে।

রপ্তানি আয় অর্জনে আমরা ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছি এবং ২০২৪ সালে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার স্থির করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার এবং রপ্তানিকারকবৃন্দসহ সংশিষ্ট সকল অংশীজনকে সমন্বিতভাবে একযোগে কাজ করতে হবে।

নিয়মিতভাবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান কার্যক্রম দেশের রপ্তানিকারবৃন্দকে উৎসাহিতকরণসহ রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৮-২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ জসিম উদ্দিন

ভাইস-চেয়ারম্যান
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বাণী

তারিখঃ ০৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯
২২ নভেম্বর, ২০২২

দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎস রপ্তানি বাণিজ্য। তাই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও টেকসই উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের বিকল্প নেই। রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়নে রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোসহ সরকারী ও বেসরকারী রপ্তানি সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নে মূখ্য ভূমিকা পালনকারী রপ্তানিকারকদের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদানের উদ্দেশ্যে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রদান করে থাকে। রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রপ্তানিতে অধিকতর উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টি করাই হচ্ছে এ ট্রফি প্রদানের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্যোগ আগামী দিনে রপ্তানিকারকদের ব্যবসা সম্প্রসারণে আরো প্রেরণা যোগাবে।

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০১৩ অনুযায়ী রপ্তানি পণ্যের ভিত্তিতে পণ্য ও সেবার ৩২টি খাতে রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখ্যযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপক নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা অনুসারে রপ্তানি আয়, আয়গত প্রবৃদ্ধি, নতুন পণ্যের সংযোজন, নতুন বাজারে প্রবেশ, কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন অবস্থা ইত্যাদি মূল্যায়নপূর্বক রপ্তানি বাণিজ্যে অবদান নিরূপন করা হয়। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থবছরের রপ্তানির ভিত্তিতে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে ২০১৮-২০১৯ বছরের জন্য ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণ ট্রফি, ২৪টি প্রতিষ্ঠানকে রৌপ্য ট্রফি ও ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হচ্ছে ''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি''।

কোভিড অতিমারির প্রাদুর্ভাবের পর দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফলে রপ্তানিকারকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পন্য রপ্তানিতে ৩৪% প্রবৃদ্ধিতে অর্জিত হয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অস্থিরতায় উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের দেশে মূল্যস্ফীতি রেকর্ড উচ্চতায় উঠেছে। এর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের রপ্তানি খাতেও পড়ছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ও নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশের রপ্তানি বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এ অবদানের দাবীদার আমাদের রপ্তানিকারকগণ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সবসময়ই রপ্তানিকারকদের পাশে থাকবে।

আমি ট্রফি বিজয়ী সকল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানির ক্ষেত্রে এ গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্ব অর্জনের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামী দিনে ট্রফি বিজয়ী সকলের আরো সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ.এইচ.এম. আহসান

রপ্তানি বৃদ্ধি জাতীয় সমৃদ্ধি

Export Promotion Bureau
Bangladesh

We Promote Export …

We Build Image …

We Brand Bangladesh…

Export Promotion Bureau
Bangladesh

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৮-২০১৯

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

এক নজরে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ)		
	পণ্য খাত	:	প্রতিষ্ঠানের নাম
১	পণ্য খাত নির্বিশেষে সেরা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান	:	রিফাত গার্মেন্টস লিঃ, ঢাকা।

ক্রমিক নং	স্বর্ণ ট্রফি		
	পণ্য খাত	:	প্রতিষ্ঠানের নাম
১	তৈরি পোশাক (ওভেন)	:	রিফাত গার্মেন্টস লিঃ, ঢাকা।
২	তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)	:	জি. এম. এস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাঃ লিঃ, ঢাকা।
৩	সকল ধরণের সুতা	:	বাদশা টেক্সটাইলস্ লিঃ, ঢাকা।
৪	টেক্সটাইল ফেব্রিক্স	:	এনভয় টেক্সটাইলস্ লিঃ, ঢাকা।
৫	হোম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল	:	জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা।
৬	টেরিটাওয়েল	:	নোমান টেরিটাওয়েল মিলস্ লিঃ, ঢাকা।
৭	হিমায়িত খাদ্য	:	জালালাবাদ ফ্রোজেন ফুডস লিমিটেড, খুলনা।
৮	কাঁচা পাট	:	ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স, ঢাকা।
৯	পাটজাত দ্রব্য	:	আকিজ জুট মিলস লিঃ, ঢাকা।
১০	চামড়া (ক্রাস্ট/ফিনিশড)	:	এপেক্স ট্যানারি লিঃ, ঢাকা।
১১	চামড়াজাত পণ্য	:	পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা।
১২	ফুটওয়্যার (সকল)	:	বে-ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা।
১৩	কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)	:	মনসুর জেনারেল ট্রেডিং কোং লিমিটেড, ঢাকা।

ক্রমিক নং	স্বর্ণ ট্রফি		
	পণ্য খাত	:	প্রতিষ্ঠানের নাম
১৪	এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)	:	প্রাণ ডেইরি লিঃ, ঢাকা।
১৫	ফুল-ফলিয়েজ	:	মেসার্স রাজধানী এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা।
১৬	হস্তশিল্পজাত পণ্য	:	কারুপণ্য রংপুর লিঃ, রংপুর ।
১৭	প্লাষ্ট্রিক পণ্য	:	বেঙ্গল প্লাস্টিকস লিমিটেড, ঢাকা।
১৮	সিরামিক সামগ্রী	:	শাইন পুকুর সিরামিকস্ লিমিটেড, ঢাকা।
১৯	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য	:	মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্ট লিঃ, গাজীপুর।
২০	ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য	:	এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, ঢাকা
২১	অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য	:	তাসনিম কেমিক্যালস কমপ্লেক্স লিঃ, ঢাকা।
২২	ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য	:	বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ, ঢাকা।
২৩	কম্পিউটার সফটওয়্যার	:	সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড, ঢাকা।
২৪	ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন (সি ক্যাটাগরি) তৈরি পোশাক শিল্প (নিট ও ওভেন)	:	ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
২৫	ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন (সি ক্যাটাগরি) অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাত	:	ফারদিন এক্সেসরিস লিঃ, নীলফামারী।
২৬	প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য	:	এম এন্ড ইউ প্যাকেজিং লিঃ, ঢাকা।
২৭	অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য	:	অর্কিড ট্রেডিং করপোরেশন, ঢাকা।
২৮	অন্যান্য সেবা খাত	:	মীর টেলিকম লিমিটেড, ঢাকা।
২৯	নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)	:	স্কয়ার টেক্সটাইলস লিমিটেড, ঢাকা।

এক নজরে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	রৌপ্য ট্রফি		
	পণ্য খাত	:	প্রতিষ্ঠানের নাম
১	তৈরি পোশাক (ওভেন)	:	এ কে এম নীটওয়্যার লিঃ, ঢাকা।
২	তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)	:	স্কয়ার ফ্যাশনস্ লিমিটেড, ঢাকা।
৩	সকল ধরণের সুতা	:	কামাল ইয়ার্ণ লিমিটেড, ঢাকা।
৪	টেক্সটাইল ফেব্রিক্স	:	আকিজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ, ঢাকা।
৫	হিমায়িত খাদ্য	:	এপেক্স ফুডস লিমিটেড, ঢাকা।
৬	পাটজাত দ্রব্য	:	করিম জুট স্পিনার্স লিমিটেড, ঢাকা।
৭	চামড়া (ক্রাষ্ট/ফিসিশড)	:	এস. এ. এফ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।
৮	চামড়াজাত পণ্য	:	এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, ঢাকা।
৯	ফুটওয়্যার (সকল)	:	রয়েল ফুটওয়্যার লিঃ, ঢাকা।
১০	কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)	:	ইনডিগো কর্পোরেশন, ঢাকা।
১১	এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)	:	প্রাণ এগ্রো লিমিটেড, ঢাকা।
১২	ফুল-ফলিয়েজ	:	এলিন ফুডস ট্রেড, ঢাকা।
১৩	হস্তশিল্পজাত পণ্য	:	বিডি ক্রিয়েশন, গাজীপুর।
১৪	প্লাস্টিক পণ্য	:	ডিউরেবল প্লাস্টিক লিঃ, ঢাকা।
১৫	সিরামিক সামগ্রী	:	আর্টিসান সিরামিকস্ লিমিটেড, ঢাকা।
১৬	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য	:	মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।
১৭	ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য	:	কনফিডেন্স স্টীল লিঃ, ঢাকা।
১৮	অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য	:	মেরিন সেফটি সিস্টেম, চট্টগ্রাম।

ক্রমিক নং	রৌপ্য ট্রফি		
	পণ্য খাত	:	প্রতিষ্ঠানের নাম
১৯	ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য	:	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, ঢাকা।
২০	ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন (সি ক্যাটাগরি) তৈরি পোশাক শিল্প (নিট ও ওভেন)	:	প্যাসিফিক জিন্স লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
২১	ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন (সি ক্যাটাগরি) অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাত	:	আর. এম. ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
২২	প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য	:	মনট্রিমস্ লিমিটেড, ঢাকা।
২৩	অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য	:	ইকো ফ্রেশ ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা।
২৪	নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)	:	আল-সালাম ফেব্রিক্স (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

এক নজরে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	ব্রোঞ্জ ট্রফি		
	পণ্য খাত	:	প্রতিষ্ঠানের নাম
১	তৈরি পোশাক (ওভেন)	:	অনন্ত এ্যাপারেলস লিঃ, ঢাকা।
২	তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)	:	ফোর এইচ ফ্যাশনস্ লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
৩	সকল ধরণের সুতা	:	নাইস কটন লিঃ, ঢাকা।
৪	টেক্সটাইল ফেব্রিক্স	:	নাইস ডেনিম মিলস লিমিটেড, ঢাকা ।
৫	হিমায়িত খাদ্য	:	এমইউ সী ফুডস্ লিঃ, যশোর।
৬	পাটজাত দ্রব্য	:	ওহাব জুট মিলস লিঃ, খুলনা।
৭	চামড়াজাত পণ্য	:	বিবিজে লেদার গুডস লিমিটেড, ঢাকা।
৮	ফুটওয়্যার (সকল)	:	এফবি ফুটওয়্যার লিঃ, ঢাকা।
৯	এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)	:	প্রাণ ফুডস লিঃ, ঢাকা।
১০	হস্তশিল্পজাত পণ্য	:	ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি, ঢাকা।
১১	প্লাস্টিক পণ্য	:	বঙ্গ প্লাস্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা।
১২	সিরামিক সামগ্রী	:	প্যারাগন সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।
১৩	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য	:	রংপুর মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড ইউনিট-২, ঢাকা।
১৪	ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য	:	রহিম আফরোজ ব্যাটারিজ লিঃ, ঢাকা।
১৫	অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য	:	মুমানু পলিয়েস্টার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড , ঢাকা।
১৬	ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য	:	ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, ঢাকা।
১৭	প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য	:	মেসার্স ইউনিগ্লোরী পেপার এন্ড প্যাকেজিং লিঃ, ঢাকা।
১৮	অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য	:	দি কনসোলিডেটেড টি এন্ড ল্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ)

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে খাত নির্বিশেষে সেরা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) প্রাপক প্রতিষ্ঠান

রিফাত গার্মেন্টস লিঃ, ঢাকা।

রিফাত গার্মেন্টস লিঃ ২০০৪ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১৪,৩৪৪ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ৩১,০০,০০০ ডজন তৈরি পোশাক।

প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বারের মত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পণ্য খাত নির্বিশেষে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক-এর মর্যাদা অর্জন করে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তৈরি পোশাক (ওভেন) পণ্য রপ্তানি করে ২০৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি এ সময়ে বিগত অর্থবছরের তুলনায় রপ্তানিতে ১৮.৯৫% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। সার্বিক বিচারে ইহা একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পণ্যখাত নির্বিশেষে সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ রিফাত গার্মেন্টস লিঃ,

ঢাকা-কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

স্বর্ণ ট্রফি

তৈরী পোশাক (ওভেন)

রিফাত গার্মেন্টস লিঃ, ঢাকা।

রিফাত গার্মেন্টস লিঃ ২০০৪ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১৪,৩৪৪ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ৩১,০০,০০০ ডজন তৈরি পোশাক।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২০৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৮.৯৫ শতাংশ। সার্বিক বিচারে ইহা একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। ধারাবাহিকভাবে এ সাফল্যের জন্য রিফাত গার্মেন্টস লিঃ, ঢাকা-কে অভিনন্দন।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রিফাত গার্মেন্টস লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)

জিএমএস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাঃ লিঃ, ঢাকা।

জিএমএস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাঃ লিঃ ১৯৯৯ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১৮,৬৮৭ জন এবং দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা নিটিং- ৫০,০০০ কেজি, ফেবিক্স ডাইং- ৫০,০০০ কেজি, ওয়াস-৫০০ কেজি, ইয়ার্ন ডাইং- ১৬,০০০ কেজি, স্ক্রিন প্রিন্টিং- ১,৩৫,০০০ পিস, অল ওভার প্রিন্ট- ১৪,০০০ পিস এবং নিট তৈরি পোশাক- ১,৭০,০০০ পিস।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১৫৩.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৪.৭৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জিএমএস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাঃ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সকল ধরণের সুতা

বাদশা টেক্সটাইলস্ লিঃ, ঢাকা।

বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ জনাব মোঃ বাদশা মিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাদশা টেক্সটাইলস্ লিঃ ২০০০ সালে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে দেশের অন্যতম বৃহৎ রপ্তানিমুখি সুতা উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা প্রায় ৫,০০০ জন এবং বার্ষিক সুতা উৎপাদন ক্ষমতা ৭০,০০০ মেট্রিক টন।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১৬৯.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সকল ধরণের সুতা প্রচ্ছন্ন হিসেবে রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬.০৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বচ্ছ ও বৃহৎ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সকল ধরণের সুতা খাতে বাদশা টেক্সটাইলস্ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স

এনভয় টেক্সটাইলস্ লিঃ, ঢাকা।

এনভয় টেক্সটাইলস্ লিমিটেড একটি শতভাগ ডেনিম ফেব্রিক্স উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যা ২০০৮ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩,০০০ জন এবং এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ মিলিয়ন গজ ডেনিম ফেব্রিক্স।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০৯-১০, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৬ সালে বিশ্বের প্রথম লিড সার্টিফাইড প্লাটিনাম ডেনিম মিল হিসেবে অনন্য সম্মানে ভূষিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এনভয় টেক্সটাইল লিঃ, ঢাকা, টেক্সটাইল ফেব্রিক্স পণ্য রপ্তানি করে ৯৯.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। উক্ত অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৭.৮৩ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এনভয় টেক্সটাইলস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হোম ও স্পেশালাইজড্ টেক্সটাইল পণ্য খাত

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা।

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড ১৯৯৪ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ১০,৮৯৪ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক ১২ কোটি মিটার হোম-টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন করেছে।

প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে বিগত ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পণ্য খাত নির্বিশেষে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক-এর মর্যাদা অর্জন করে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হোম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি করে ১৫৫.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হোম ও স্পেশালাইজড্ টেক্সটাইল পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

টেরিটাওয়েল

নোমান টেরিটাওয়েল মিলস্ লিঃ, ঢাকা।

নোমান টেরিটাওয়েল মিলস্ লিঃ ২০০৯ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৮,৫০০ এবং বার্ষিক প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ কেজি টেরিটাওয়েল পণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে ।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি টেরিটাওয়েল পণ্য রপ্তানি করে ৮৩.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

টেরিটাওয়েল পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ নোমান টেরিটাওয়েল মিলস্ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হিমায়িত খাদ্য খাত

জালালাবাদ ফ্রোজেন ফুডস লিঃ, খুলনা।

জালালাবাদ ফ্রোজেন ফুডস লিঃ ২০০৫ সালে হিমায়িত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিমুখি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১৪৭ জন কর্মী নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে । প্রতিষ্ঠানটির দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ মেট্রিক টন এবং হিমাগারের ধারণ ক্ষমতা ২,০০০ মেট্রিক টন। প্রতিষ্ঠানটি HACCP (Food Safety), BRC (Global Food Safty) এবং BAP (Best Aquaculture Practice) সনদ প্রাপ্ত।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১০-১১, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৩৬.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৯৭.৪২ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জালালাবাদ ফ্রোজেন ফুডস লিঃ, খুলনা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কাঁচা পাট

ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স, ঢাকা।

ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স ২০০১ সালে রপ্তানিমুখি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা ১২৫ জন। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ১,১০,০০০ বেল। প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে কাঁচা পাট ক্রয় করে যাচাই-বাছাইপূর্বক বেল আকারে বিদেশে রপ্তানি করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাঁচা পাট রপ্তানি করে ৮.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

কাঁচা পাট রপ্তানিতে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

পাটজাত দ্রব্য খাত

আকিজ জুট মিলস্ লিঃ, ঢাকা।

আকিজ জুট মিলস্ লিঃ ১৯৯৪ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা প্রায় ১২,৩৭১ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪০০ মেট্রিক টন ।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০২-০৩ অর্থবছর থেকে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে আসছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আকিজ জুট মিলস্ লিঃ পাটজাত দ্রব্য (হেসিয়ান, স্যাকিং, ইয়ার্ণ ও টোয়াইন) রপ্তানি করে ৮৭.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিতে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আকিজ জুট মিলস্ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

চামড়া (ক্রাশড্/ফিনিশড্)

এপেক্স ট্যানারি লিঃ, ঢাকা।

এপেক্স ট্যানারি লিঃ ১৯৭৬ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৮০৬ জন কর্মী নিয়ে বছরে দেশজ কাঁচামাল ভিত্তিক ৩২ মিলিয়ন বর্গফুট ক্রাশড্ ও ফিনিশড্ চামড়া উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি (ক্রাশড্/ফিনিশড্) চামড়া রপ্তানি করে ১৫.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

চামড়া (ক্রাশড্/ফিনিশড্) পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এপেক্স ট্যানারি লিঃ, ঢাকা- কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

চামড়াজাত পণ্য

পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা।

পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৯৭ সালে ১০০% রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ১,৯০০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৩ লক্ষ পিস ব্যাগ ও ২ লক্ষ পিস চামড়াজাত অন্যান্য পণ্য সামগ্রী।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছর থেকে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) অর্জন করে আসছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠান চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে ১৫.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২২.৩১ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফুটওয়্যার (সকল)

বে ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা।

বে ফুটওয়্যার লিমিটেড ১৯৯৬ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ৭,০০০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ০১ কোটি ১০ লক্ষ জোড়া পাদুকা।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮৩.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পাদুকা রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২১.৭৮ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বে ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)

মনসুর জেনারেল ট্রেডিং কোং লিমিটেড, ঢাকা।

মনসুর জেনারেল ট্রেডিং লিমিটেড ১৯৯০ সালে রপ্তানিমুখি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১০০ কর্মী নিয়ে মাসে প্রায় ৩০০০ মেট্রিক টন তাজা শাকসবজি ও ফলমূল পণ্য রপ্তানি করতে সক্ষম।

বিগত ১৯৯২-৯৩, ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৮-৯৯, ১৯৯৯-২০০০, ২০০৩-০৪, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠান কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত) রপ্তানি করে ৫.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.৬১ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

তাজা শাকসবজি ও ফলমূল পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মনসুর জেনারেল ট্রেডিং লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)

প্রাণ ডেইরি লিঃ, ঢাকা।

প্রাণ ডেইরি লিঃ ২০০২ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি ২,৫০০ জন কর্মী নিয়ে মাসে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সামগ্রী (বিবিধ ফল থেকে উৎপাদিত জুস ও ড্রিংকস, দুধ, ক্যান্ডি, টোস্ট বিস্কুট ইত্যাদি) রপ্তানি করে আসছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১২-১৩, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠান এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত) রপ্তানি করে ৮৪.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯.৮২ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাণ ডেইরি লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফুল-ফলিয়েজ

মেসার্স রাজধানী এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা।

মেসার্স রাজধানী এন্টারপ্রাইজ ১৯৯৪ সালে শতভাগ রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩২ জন।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ফুল-ফলিয়েজ খাতে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ফুল-ফলিয়েজ পণ্য রপ্তানি করে ৩.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ফুল-ফলিয়েজ পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মেসার্স রাজধানী এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হস্তশিল্পজাত পণ্য

কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড, রংপুর।

কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড ২০০৬ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৭,০০০ জন কর্মী নিয়ে বছরে পাট ও তুলা ভিত্তিক প্রায় ৯৫ লক্ষ বর্গ মিটার শতরঞ্জি প্রস্তুত করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি ই.টি.পি স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হস্তচালিত তাঁত সামগ্রী (শতরঞ্জি) রপ্তানি করে ১৫.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯.৩০ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বখ্যাত কোম্পানী আইকিয়া থেকে "বেস্ট কাস্টমার রিটার্ন সিস্টেম" পারফর্মমেন্স অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড, রংপুর-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্লাস্টিক পণ্য

বেঙ্গল প্লাস্টিকস লিমিটেড, ঢাকা।

বেঙ্গল প্লাস্টিকস লিমিটেড রপ্তানিমুখি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৪ সালে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৩,২০০ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক প্রায় ৬৯,৮৪৫.৯৮ মেট্রিক টন প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন করছে।

প্লাস্টিক সামগ্রী রপ্তানিকারক হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্লাস্টিক সামগ্রী রপ্তানি করে ৪০.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ০০.৮২ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

প্লাস্টিক পণ্য খাতে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বেঙ্গল প্লাস্টিকস লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সিরামিক সামগ্রী

শাইন পুকুর সিরামিকস্ লিঃ, ঢাকা।

শাইন পুকুর সিরামিকস্ লিঃ ১৯৯৭ সালে বৃহৎ রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২,৯৭০ জন কর্মী নিয়ে প্রতিদিন গড়ে মোট ২০ মেঃ টন সিরামিকস্ তৈজসপত্র প্রস্তুত করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্য এবং নকশা পুরোপুরি সীসা ও ক্যাডমিয়াম মুক্ত।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০০-০১, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬, ২০০৯-১০, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিরামিক সামগ্রী রপ্তানি করে ১০.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

সিরামিক সামগ্রী রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ শাইন পুকুর সিরামিকস্ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য

মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্ট লিঃ, গাজীপুর।

মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্ট লিঃ ২০০১ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৪৫৩ জন কর্মী নিয়ে বছরে ০২ লক্ষ ইউনিট বাইসাইকেল উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাইসাইকেল রপ্তানি করে ১৭.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৪৫.৬৬ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

বাইসাইকেল রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্ট লিঃ, গাজীপুর-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য

এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, ঢাকা।

এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ১৯৯৩ সালে রপ্তানিমুখি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ৩,৪২১ জন। প্রতিষ্ঠানটি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের সরঞ্জামাদি উৎপাদন করে, যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ এমভিএ।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি রপ্তানি করে ৫৮.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৬৭.৯১ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য রপ্তানিতে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য

তাসনিম কেমিক্যালস কমপ্লেক্স লিঃ, ঢাকা।

তাসনিম কেমিক্যালস কমপ্লেক্স লিঃ ২০০৯ সালে রপ্তানিমুখি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৬১৩ জন কর্মী নিয়ে বিভিন্ন ধরণের কেমিক্যাল পণ্য উৎপাদন করছে, যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৮৫,৮০০ মেট্রিন টন।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরণের কেমিক্যাল পণ্য রপ্তানি করে ২১.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৭৭.২৪ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য খাতে রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ তাসনিম কেমিক্যালস কমপ্লেক্স লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফার্মাসিউটিক্যাল্স পণ্য

বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, ঢাকা।

বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ও ১৯৮৩ সাল থেকে নিজস্ব ঔষধ উৎপাদন শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম ঔষধ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান বিশ্বের ৮০টিরও অধিক দেশে ঔষধ রপ্তানি করছে। প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩,০০০ জন এবং উৎপাদিত ঔষধের সংখ্যা সাত শতাধিক। প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বাংলাদেশী কোম্পানী হিসেবে ২০১৫ সালে USFDA এর স্বীকৃতি লাভ করেছে। করোনাকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানটি কোভিড প্রতিরোধক রেমিডিসিভির, ফেভিপিরাভির, মনলুপিয়াভির ঔষধ বাজারজাত করে।

প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে আসছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ঔষধ সামগ্রী রপ্তানি করে ২৭.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৯২.৯৮ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কম্পিউটার সফট্ওয়্যার

সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড, ঢাকা।

সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড বিগত ২০০৬ সালে কম্পিউটার সফট্ওয়্যার সেবা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ১,৫১৯ জন কর্মী রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি কম্পিউটার সফটওয়্যার ও বিপিও উৎপাদন ও সেবা দিয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কম্পিউটার সফটওয়্যার রপ্তানি করে ৯.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২১.৮৮ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

কম্পিউটার সফট্ওয়্যার রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য স্বর্ণ ট্রফি ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন "সি" ক্যাটাগরির তৈরি পোশাক (নিট ও ওভেন)

ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

ইউনিভার্সেল জিন্স লিঃ ২০০৫ সালে রপ্তানিমুখি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১০,০০০ জন কর্মী নিয়ে প্রতি বৎসর ১৮ মিলিয়ন পিস তৈরি পোশাক রপ্তানি করছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ১৮৬.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৩১ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন "সি" ক্যাটাগরির তৈরি পোশাক (নিট ও ওভেন) রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনিভার্সেল জিন্স লিঃ, চট্টগ্রাম-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন "সি" ক্যাটাগরির অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাত

ফারদিন এক্সেসরিস লিঃ, নীলফামারী।

ফারদিন এক্সেসরিস লিঃ ২০১২ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারী-তে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১,৫০০ জন কর্মী নিয়ে দৈনিক ১০০ মেট্রিক টন গার্মেন্টস এক্সেসরিজ উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গার্মেন্টস এক্সেসরিজ রপ্তানি করে ১৬.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন ("সি" ক্যাটাগরি) অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ফারদিন এক্সেসরিস লিঃ, নীলফামারী-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য

এম. এন্ড ইউ প্যাকেজিং লিঃ , ঢাকা।

এম এন্ড ইউ প্যাকেজিং লিঃ ২০০৮ সালে রপ্তানিমুখি করোগেটেড বক্স কার্টুন উৎপাদক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে ৯৭৫ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক ৬.০০ (কোটি) পিস প্যাকেজিং সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি প্যাকেজিং সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করে ৪৫.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৪৮.২৮ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এম এন্ড ইউ প্যাকেজিং লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য

অর্কিড ট্রেডিং করপোরেশন, ঢাকা।

অর্কিড ট্রেডিং করপোরেশন ২০০০ সালে অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২০ জন কর্মী নিয়ে রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে কাঁকড়া ও কুঁচে রপ্তানি করে ৪.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অর্কিড ট্রেডিং করপোরেশন, ঢাকা এর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য সেবা খাত

মীর টেলিকম লিমিটেড, ঢাকা।

মীর টেলিকম লিঃ ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প মূল্যে গ্রাহকের কাছে আন্তর্জাতিক কল (Call) পৌঁছানোর মাধ্যমে যোগাযোগ সেবা প্রদান করে আসছে। টেলিযোগাযোগ খাতে প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সাবলীল সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং ব্যবসা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটির মোট জনবল ১৪০ জন এবং সক্ষমতা ৫০,০০০ কনকারেন্ট কল। প্রতিষ্ঠানটি দেশের কর্মসংস্থানসহ অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি বিবিধ সেবামূলক কার্যক্রমে জড়িত।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক অর্ন্তমুখী কল গ্রাহক পর্যায়ে পৌঁছানোর বিনিময়ে ৩৩.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। দেশের সেবাখাতের সম্প্রসারণে এটি একটি অনন্য উদাহরণ।

রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ মীর টেলিকম লিঃ, ঢাকা-কে অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাতে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)

স্কয়ার টেক্সটাইলস লিমিটেড, ঢাকা।

স্কয়ার টেক্সটাইলস লিমিটেড একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ও আকর্ষণীয় ডিজাইনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বের বৃহৎ বৃহৎ ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। প্রতিষ্ঠানটি ৪,০০০ জন সুদক্ষ জনবল নিয়ে দৈনিক ১৩০ টন সুতা উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১১-১২, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৮৯.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৮.২৯ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ স্কয়ার টেক্সটাইলস লিমিটেড, ঢাকা-কে নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত ক্যাটাগরিতে রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

রৌপ্য ট্রফি

তৈরি পোশাক (ওভেন)

এ কে এম নীটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা।

এ কে এম নীটওয়্যার লিমিটেড ২০০০ সালে রপ্তানিমুখি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২০,০০০ জন কর্মী নিয়ে প্রতি মাসে ৩০ লক্ষ পিস তৈরি পোশাক উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠান ১৩৭.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক (ওভেন) রপ্তানি করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ কে এম নীটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)

স্কয়ার ফ্যাশনস্ লিমিটেড, ঢাকা।

তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার) প্রস্তুতকারী স্কয়ার ফ্যাশনস্ লিমিটেড ২০০২ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে ১৬,৬০০ জন কর্মী নিয়ে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠান টি-শার্ট, পলো শার্ট, ট্যাংক টপ, হুডেড জ্যাকেট, ট্রাউজার, কার্ডিগান, স্পোর্টসওয়্যার, আন্ডার গার্মেন্টস, কিডস ওয়্যার ইত্যাদি নিট পণ্য উৎপাদন করছে। প্রতিষ্ঠানটির দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১,৩৫,০০০ পিস।

প্রতিষ্ঠানটি নিটওয়্যার খাতে রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বিগত ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে স্কয়ার ফ্যাশনস্ লিমিটেড নিটওয়্যার পণ্য রপ্তানি করে ১৫৬.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.৭৫ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

নিটওয়্যার রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ স্কয়ার ফ্যাশনস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সকল ধরণের সুতা

কামাল ইয়ার্ণ লিমিটেড, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০১ সালে রপ্তানিমুখি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৩,০০০ জন কর্মী নিয়ে পরিচালিত, যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৮,০০০ মেট্রিক টন সুতা।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৯৮.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সুতা রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৭৩ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কামাল ইয়ার্ণ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স

আকিজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ, ঢাকা।

আকিজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ ১৯৯৬ সালে রপ্তানিমুখি ফেব্রিক্স পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৯,৫৫৫ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৭৯.১০ লক্ষ গজ।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৫৮.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ফেব্রিক্স প্রচ্ছন্নভাবে রপ্তানি করে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৯.২১ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আকিজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হিমায়িত খাদ্য খাত

এপেক্স ফুডস লিমিটেড, ঢাকা।

এপেক্স ফুডস লিমিটেড একটি শতভাগ হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি হিমায়িত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত ও রপ্তানি করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি করে ২১.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এপেক্স ফুডস লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

পাটজাত দ্রব্য খাত

করিম জুট স্পিনার্স লিমিটেড, ঢাকা।

করিম জুট স্পিনার্স লিমিটেড ১৯৯৬ সালে রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩,৬১৩ জন। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩২,০০০ মেট্রিক টন।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০৯-১০, ২০১১-১২, ২০১৩-১৪ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি পাটজাত দ্রব্য (হোসিয়ান, স্যাকিং, ইয়ার্ণ ও টোয়াইন) রপ্তানি করে ২৯.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৯.৫২ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ করিম জুট স্পিনার্স লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ’ল।

চামড়া (ক্রাশড্/ফিনিশড্)

এস. এ. এফ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

এস. এ. এফ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ১৯৬০ সালে রপ্তানিমুখি মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৬৬০ জন কর্মী নিয়ে বছরে দেশজ কাঁচামাল ভিত্তিক ৮ মিলিয়ন বর্গফুট ক্রাশড্ ও ফিনিশড্ চামড়া উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩, ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি (ক্রাশড/ফিনিশড) চামড়া রপ্তানি করে ১০.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এস. এ. এফ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা- কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

চামড়াজাত পণ্য

এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ২০০৬ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৯২০ জন কর্মী নিয়ে প্রতি মাসে বিভিন্ন ধরণের চামড়াজাত ৪০ হাজার পিস ব্যাগ উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১২-১৩, ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে ৯.৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫.০৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফুটওয়্যার (সকল)

রয়েল ফুটওয়্যার লিঃ, ঢাকা।

রয়েল ফুটওয়্যার লিঃ ২০১০ সালে রপ্তানিমুখি পাদুকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩,১৪৫ জন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১১.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ফুটওয়্যার রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২০১.৬১ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রয়েল ফুটওয়্যার লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)

ইনডিগো কর্পোরেশন, ঢাকা।

ইনডিগো কর্পোরেশন ২০১৮ সালে কৃষিজ পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ৫০ জন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজি, ফলমূল ও আলু রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৪২১.০৫%। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইনডিগো কর্পোরেশন, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)

প্রাণ এগ্রো লিমিটেড, ঢাকা।

প্রাণ এগ্রো লিমিটেড ১৯৯৯ সালে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা প্রায় ৮,০০০ জন এবং এটি বার্ষিক ০৪ লক্ষ মেট্রিক টন কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য উৎপাদন করছে। প্রতিষ্ঠানটি মালয়েশিয়াতে শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউডিসি বিজনেস পুরষ্কার ২০১১ অর্জন করেছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে আসছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৫৯.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.১৮ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাণ এগ্রো লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফুল ফলিয়েজ

এলিন ফুডস ট্রেড, ঢাকা।

এলিন ফুডস ট্রেড ২০০5 সালে ফুল-ফলিয়েজ পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা প্রায় ৫০ জন এবং এটি বার্ষিক ৯,৬৫,৭২০ কেজি ফুল-ফলিয়েজ উৎপাদন ও সরবরাহ করে থাকে ।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১২-১৩ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের ফুল-ফলিয়েজ পণ্য রপ্তানি করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এলিন ফুডস ট্রেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ’ল।

হস্তশিল্পজাত পণ্য

বিডি ক্রিয়েশন, ঢাকা।

বিডি ক্রিয়েশন ২০১১ সালে হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২১,২৩৯ জন কর্মী নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি হোগলাপাতা, ছন, তাল পাতা, খেজুর পাতা, বাঁশ, বেত ও পাট দ্বারা ঝুড়ি ও আসবাবপত্র তৈরি করে থাকে। তাদের উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের প্রায় ৭৯টি দেশে রপ্তানি করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৪৮.৩৫ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বিডি ক্রিয়েশন, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্লাষ্টিক পণ্য

ডিউরেবল প্লাস্টিক লিঃ, ঢাকা।

ডিউরেবল প্লাস্টিক লিঃ ২০০৯ সালে প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৩,১২০ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক ৫০ হাজার মেট্রিক টন প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করছে ।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২৮.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬.৪৩ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ডিউরেবল প্লাস্টিক লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সিরামিক সামগ্রী

আর্টিসান সিরামিকস্ লিমিটেড, ঢাকা।

আর্টিসান সিরামিকস্ লিমিটেড ২০০৫ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৮০০ জন কর্মী নিয়ে প্রতি বছর গড়ে ৮.৫ মিলিয়ন পিস তৈজষপত্র প্রস্তুত করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানির স্বীকৃতি স্বরূপ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান IKEA হতে সম্মান সূচক স্মারক লাভ করেছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিরামিক সামগ্রী রপ্তানি করে ৩.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৫.০৮ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

সিরামিক সামগ্রী রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ আর্টিসান সিরামিকস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য

মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ২০০৯ সালে রপ্তানিমুখি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৪১৩ জন কর্মী নিয়ে বছরে ২ লক্ষ ইউনিট বাইসাইকেল ও বাইসাইকেলের যন্ত্রাংশ উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১১-১২, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাইসাইকেল ও এর যন্ত্রাংশ রপ্তানি করে ১২.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

বাইসাইকেল রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য

কনফিডেন্স স্টীল লিঃ, ঢাকা।

কনফিডেন্স স্টীল লিঃ ২০০৪ সালে রপ্তানিমুখি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ১,১৫৪ জন। প্রতিষ্ঠানটি প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হিসেবে আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে পিজিসিবি, বিপিডিবি ও আরইবি'র সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ট্রান্সমিশন লাইন, স্টীল পোল ও ইলেকট্রিক লাইন হার্ডওয়্যার উৎপাদন ও সরবরাহ করে আসছে।

প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বারের মতো জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য রপ্তানি করে ১৯.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ছিল ১৮১.১৮ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ কনফিডেন্স স্টীল লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য

মেরিন সেফটি সিস্টেম, চট্টগ্রাম।

মেরিন সেফটি সিস্টেম ২০০৪ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রামে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৩৪০জন কর্মী নিয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রায় ৬০০০ মেট্রিক টন নন-ফেরাস স্ক্যাপ মেটাল উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাত করছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০৯-২০১০, ২০১০-১১, ২০১২-২০১৩, ২০১৩-১৪ ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশে নন-ফেরাস স্ক্যাপ মেটাল রপ্তানি করে ১৮.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য ক্যাটাগরিতে রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ মেরিন সেফটি সিস্টেম, চট্টগ্রাম-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ’ল।

ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য খাত

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, ঢাকা।

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড ১৯৫৮ সালে ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১০,৫১০ জন কর্মী নিয়ে কোম্পানির ১৪টি ইউনিট থেকে ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য উৎপাদন করছে। প্রতিষ্ঠানটি ফার্মাসিউটিক্যালস খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদন প্রাপ্ত কোম্পানী হিসেবে কেনিয়াতে প্রথম কারখানা স্থাপন করেছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১০-১১, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঔষধ রপ্তানি করে ১৬.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ঔষধ রপ্তানিতে এ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন ‘সি’ ক্যাটাগরির তৈরি পোশাক শিল্প (ওভেন ও নিট)

প্যাসিফিক জিন্স লিঃ, চট্টগ্রাম।

প্যাসিফিক জিন্স লিঃ ১৯৯৩ সালে তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১০,০০০ জন এবং এর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ মিলিয়ন পিস তৈরি পোশাক।

প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৮-৯৯, ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-০১, ২০০১-০২, ২০০৩-০৪, ২০১২-১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ৭১.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫.৬৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন ‘সি’ ক্যাটাগরির তৈরি পোশাক শিল্প (ওভেন ও নিট) পণ্য খাতে রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্যাসিফিক জিন্স লিঃ, চট্টগ্রাম-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ’ল।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন 'সি' ক্যাটাগরির অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাত

আর. এম. ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড, চট্টগ্রাম ।

আর. এম. ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড ১৯৯৬ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিইপিজেড-এ যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩০০ জন এবং এর মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪৮ লক্ষ গজ।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাংতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ১২.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ছিল ১৪.৯১ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন "সি" ক্যাটাগরির অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানি সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আর. এম. ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড, চট্টগ্রাম-কে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য

মনট্রিমস্ লিঃ, ঢাকা।

মনট্রিমস্ লিঃ ২০০৩ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ২,০৮৫ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা-ওভেন লেবেল ৯৩৬ মিলিয়ন পিস, ন্যারো ফেব্রিক্স ২৯৩.০০ মিলিয়ন গজ, ইয়ার্ন ডাইং ২,১৮৪ টন, অফসেট প্রিন্ট ১২৪৮ মিলিয়ন পিস, হ্যাঙ্গার ৮৭.৯০ মিলিয়ন পিস, পলি কাটিং এন্ড প্রিন্টিং, গাম টেপ, পলি ব্লোয়িং ৬২৪ মিলিয়ন পিস, থারম্যাল ৩১২ মিলিয়ন পিস, হিট ট্রান্সফার সাবলিমেশন প্রিন্ট ৪৬৮ মিলিয়ন পিস, প্রিন্টেড লেবেল ১২৪৮ মিলিয়ন পিস, পিভিসি এন্ড স্ক্রিন প্রিন্ট ২৩৪.৪০ মিলিয়ন পিস, সিলিকন/রাবার প্যাচ ১৫.৬ মিলিয়ন পিস, সুইং থ্রেড ৩১.২০ মিলিয়ন কোন ও কার্টুন ৩১২ লক্ষ স্কয়ার মিটার।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। মনট্রিমস্ লিঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ইলাষ্ট্রিক, রাবার ব্যাজ, প্রিন্টিং আইটেম, ফটো প্রিন্ট, ষ্টোন এন্ড মোটিভ লেদার ব্যাজ ইত্যাদি রপ্তানি করে ৪৩.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ মনট্রিমস্ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য

ইকো ফ্রেশ ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা।

ইকো ফ্রেশ ইন্টারন্যাশনাল ২০১১ সালে অপ্রচলিত পণ্য যেমন-কাঁকড়া ও কুঁচে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২৫ জন কর্মী নিয়ে রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটির বাৎসরিক উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে প্রায় ১,০০০ মেট্রিক টন।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অপ্রচলিত পণ্য কাঁকড়া ও কুঁচে রপ্তানি করে ২.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২২৩.৮৬ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ইকো ফ্রেশ ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা এর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)

আল-সালাম ফেব্রিক্স (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

আল-সালাম ফেব্রিক্স (প্রাঃ) লিমিটেড ১৯৮৬ সালে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রামে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ২৫০ জন এবং এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৪ লক্ষ পাউন্ড টেরি টাওয়েল।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের টেরি টাওয়েল রপ্তানি করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত ক্যাটাগরিতে রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আল-সালাম ফেবিক্স (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ব্রোঞ্জ ট্রফি

তৈরি পোশাক (ওভেন)

অনন্ত এ্যাপারেলস লিঃ, ঢাকা।

অনন্ত এ্যাপারেলস লিঃ ১৯৯২ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৪,৫১৮ জন কর্মী নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে এবং এর মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৪,৫৬০ লক্ষ ডজন তৈরি পোশাক।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১২৬.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.৪৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনন্ত এ্যাপারেলস লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)

ফোর এইচ ফ্যাশনস্ লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

ফোর এইচ ফ্যাশনস্ লিমিটেড ২০০৩ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩,১৫৭ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪৪ মিলিয়ন পিস নিট পোশাক।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭, ২০০৮-০৯, ২০১১-১২, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১৩৫.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.৭৬ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ফোর এইচ ফ্যাশনস্ লিমিটেড, চট্টগ্রাম-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সকল ধরণের সুতা

নাইস কটন লিঃ, ঢাকা।

নাইস কটন লিঃ ২০০৬ সালে রপ্তানিমুখি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১২৬৫ এবং এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২,১২,২৮,০০০ কেজি সুতা।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৫১.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সুতা রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৫২.২৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নাইস কটন লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স

নাইস ডেনিম মিলস লিমিটেড, ঢাকা ।

নাইস ডেনিম মিলস লিমিটেড ২০০৯ সালে শতভাগ রপ্তানিমুখি ডেনিম ফেব্রিক্স শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ২,৯৬৭ জন এবং এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৯৬ মিলিয়ন গজ ফেব্রিক্স।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৬৬.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে এটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৮১.৯০ শতাংশ। সার্বিক বিচারে প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স খাতের রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ নাইস ডেনিম মিলস লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হিমায়িত খাদ্য খাত

এম.ইউ সী ফুডস্ লিঃ, যশোর।

এম. ইউ সী ফুডস্ লিঃ ১৯৮৫ সালে একটি শতভাগ হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১৮৮ জন কর্মী নিয়ে দৈনিক ২৪ মেট্রিক টন হিমায়িত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে প্রথম উচ্চ ফলনশীল ভেনামী চিংড়ির চাষ প্রবর্তন করেছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি করে ১৩.১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এম.ইউ সী ফুডস্ লিঃ, যশোর-কে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

পাটজাত দ্রব্য

ওহাব জুট মিলস লিঃ, খুলনা।

ওহাব জুট মিলস লিঃ ২০০৪ সালে পরিবেশ বান্ধব পাটের তৈরি সুতা উৎপাদনকারী বৃহৎ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১,৫০০ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক ১৮,০০০ মেঃ টন পাটসুতা উৎপাদন করছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে ১২.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৩,৫৩১.৪২ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ওহাব জুট মিলস লিঃ, খুলনা-কে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

চামড়াজাত পণ্য

বিবিজে লেদার গুডস লিঃ, ঢাকা।

বিবিজে লেদার গুডস লিঃ ২০০৭ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ২৪৫ জন এবং মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ হাজার পিস ব্যাগ।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি চামড়াজাত পণ্য (ব্যাগ) রপ্তানি করে ২.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বিবিজে লেদার গুডস লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফুটওয়্যার (সকল)

এফ বি ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা।

এফ বি ফুটওয়্যার লিমিটেড ২০০৭ সালে রপ্তানিমুখি পাদুকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ২,৩০৯ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৬ লক্ষ জোড়া জুতা।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২২.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ফুটওয়্যার রপ্তানি করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এফ বি ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)

প্রাণ ফুডস লিঃ, ঢাকা।

প্রাণ ফুডস লিঃ ১৯৯৮ সালে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য (বিবিধ ফল থেকে উৎপাদিত জুস ও ড্রিংকস, ক্যান্ডি, টোস্ট, বিস্কুট ইত্যাদি) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৫,২০০ জন এবং এটি বার্ষিক ৫,৫০০ মেট্রিক টন কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০৯-১০, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৪৬.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৯৮.৯৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাণ ফুডস লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হস্তশিল্পজাত পণ্য

ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি, ঢাকা।

ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি ২০০৭ সালে হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২০০০ জন কর্মী নিয়ে মাসে প্রায় ১,৬৭,৫০০ পিস হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করছে ।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠান ৩.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৪১ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ’ল।

প্লাস্টিক পণ্য

বঙ্গ প্লাস্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা।

বঙ্গ প্লাস্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ২০০৬ সালে প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৩০০ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক প্রায় ১২ হাজার মেট্রিক টন প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন করছে ।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২৮.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১.৭৯ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গ প্লাস্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সিরামিক সামগ্রী

প্যারাগন সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ঢাকা।

প্যারাগন সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ২০০৮ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১, ৮০০ জন কর্মী নিয়ে প্রতি বছর গড়ে ২১.৬০ মিলিয়ন পিস তৈজষপত্র প্রস্তুত করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিরামিক সামগ্রী রপ্তানি করে ৪.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

সিরামিক সামগ্রী রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ প্যারাগন সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য

রংপুর মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (ইউনিট-২), ঢাকা।

রংপুর মেটাল ইন্ডাস্টিজ লিঃ (ইউনিট-২), ২০০৮ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২,০০০ জন কর্মী নিয়ে বছরে ৫৫,০০০ পিস বাইসাইকেল উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাইসাইকেল পণ্য রপ্তানি করে ৮.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

বাইসাইকেল রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ রংপুর মেটাল ইন্ডাস্টিজ লিঃ (ইউনিট-২), ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য

রহিম আফরোজ ব্যাটারিজ লিঃ, ঢাকা।

রহিম আফরোজ ব্যাটারিজ লিঃ ১৯৮১ সালে ব্যাটারী পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৬৭০ জন এবং এটি বার্ষিক ১.২ মিলিয়ন বিভিন্ন ধরণের ব্যাটারী উৎপাদন করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের ব্যাটারী পণ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৯৮.৭০ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ রহিম আফরোজ ব্যাটারিজ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ’ল।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য

মূমানু পলিয়েস্টার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড , ঢাকা।

মূমানু পলিয়েস্টার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড ২০১৭ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২৭৪ জন কর্মী নিয়ে প্রতিদিন ১২০ টন পরিত্যক্ত প্লাস্টিক বর্জ্য হতে পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবার (পি.এস.এফ) উৎপাদন করছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পি.এস.এফ পণ্য রপ্তানি করে ৮.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২২৬.৩৯ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য খাতে রপ্তানির সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ মূমানু পলিয়েস্টার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড , ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য খাত

ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, ঢাকা।

ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড ১৯৯৯ সালে বৃহৎ ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ৮,৫৩২ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১১ বিলিয়ন ইউনিট ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঔষধ রপ্তানি করে ১৪.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬.০৩ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ঔষধ রপ্তানিতে এ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য

মেসার্স ইউনিগ্লোরী পেপার এন্ড প্যাকেজিং লিঃ, ঢাকা।

মেসার্স ইউনিগ্লোরী পেপার এন্ড প্যাকেজিং লিঃ ২০১১ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকায় যাত্রা শুরু করে। প্রতি মাসে প্রতিষ্ঠানটি ৪টি বাইসাইকেল কারখানাসহ প্রায় ৪৫০টি শতভাগ রপ্তানিমুখি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে বক্স কার্টন সরবরাহ করছে। প্রতিষ্ঠানটির মোট জনবল ৭৭৫ জন।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য রপ্তানি করে ১৮.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৬৫.৯২ শতাংশ। সার্বিক বিচারে ইহা একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য রপ্তানিতে অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মেসার্স ইউনিগ্লোরী পেপার এন্ড প্যাকেজিং লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য

দি কনসোলিডেটেড টি এন্ড ল্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

দি কনসোলিডেটেড টি এন্ড ল্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড বর্তমানে উন্নতমানের চা ও রাবার উৎপাদন ও রপ্তানি করছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ী-অস্থায়ী ভিত্তিতে ১৬,০০০ হতে ২২,০০০ জন কর্মী নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাৎসরিক ১৫ মিলিয়ন কেজি চা এবং ১ মিলিয়ন কেজি রাবার উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাবার ও চা রপ্তানি করে ০০.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১৭০.৮৩ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ দি কনসোলিডেটেড টি এন্ড ল্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম-কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

Export Promotion Bureau
Bangladesh

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
টিসিবি ভবন
১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন (পিএবিএক্স): ৮৮-০২-৫৫০১৩৯৪৭-৪৯, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৫০১৪০২৪
ই-মেইল: info@epb.gov.bd, ওয়েবসাইট : www.epb.gov.bd